पत्रावली संख्या V-34564,पंजीकरण संख्या 533/2007-2008
आन्वीक्षिकी ISSN 0973-9777

भारतीय शोध समग्र पत्रिका (2013) **7,106-110**
प्रकाशनार्थ स्वीकृत 7 दिसम्बर 2012

शैवाल मित्र :किছু কথা,কিছু স্মৃতি

তন্ময় মন্ডল*

लेखक का घोषणा-पत्र

भारतीय शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशनार्थ प्रेषित **শৈবাল মিত্র :কিছু কথা,কিছু স্মৃতি** शीर्षक लेख / शोध प्रपत्र का लेखक मैं **তন্ময় মন্ডল** घोषणा करता हूँ कि लेखक के रूप में इस लेख की सभी सामग्रियों की जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं इसे लिखा है और अच्छी तरह से पढ़ा है और साथ ही अपने लेख / शोध प्रपत्र को शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी में प्रकाशित होने की स्वीकृति देता हूँ। यह लेख / शोध प्रपत्र मूल रूप में या इसका कोई अंश कहीं और नहीं छपा है और न ही कहीं मैंने इसे छपने के लिए भेजा है। यह मेरी मौलिक कृति है। मैं शोध पत्रिका आन्वीक्षिकी के सम्पादक मण्डल को अपने लेख के संशोधन एवं सम्पादन की पूर्ण अनुमति देता हूँ। आन्वीक्षिकी में लेख प्रकाशित होने पर इसके कापीराइट का अधिकार सम्पादक को देता हूँ।

কথাসাহিত্যের আঙিনায় শৈবাল মিত্র (১৬ সেপ্টেম্বর১৯৪৩ -২৭ নভেম্বর ২০১১) এক বিশেষ নাম।
দক্ষিন ২৪ পরগণার বাখরাহাটের বারকালিকাপুরে জন্মগ্রহন করেন। পিতা প্রদ্যোত মিত্র মাতা ইলারানি দেবীর ছয় নম্বর সন্তান।মাত্র সাত বছর বয়সে ভুল চিকিৎসার কারনে হার্টের দুটো ভাল্‌ব্‌ নষ্ট হয়ে যায়।বহুবার অস্ত্রোপচার করা হৃদয় আর ভগ্ন শরীর নিয়ে তিনি জীবন যাপন করেন।মৃত্যু ছিল সর্বক্ষণের সঙ্গী একথা জেনেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। নিজে বলেছিলেন 'মৃত্যুতেও আমি সৌন্দর্য বর্জিত হতে চাই না। আনন্দময় জীবনের মতো আরামদায়ী মৃত্যুতে মানুষের অধিকার আছে।মানুষের মৃত্যু যেন মনবিক হয়।' তিনি বারবার মৃত্যুর কাছাকাছি গেলেও মনের জোর ,আত্মবিশ্বাস ,আর বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা মৃত্যুকে বারবার পরাজিত করেছে।

শৈবাল মিত্র প্রথমে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন পরে বাংলা নিয়ে স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হন, এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠপর্ব চালিয়ে যান। ছাত্র জীবন থেকেই শুরু রাজনৈতিক জীবন। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির ছাত্র নেতা ছিলেন শৈবাল মিত্র, পার্টি ভাগের পর আসেন সিপিআই এম-এ।তারপর নকশাল বাড়ি আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সাংগঠনিক ও তাত্ত্বিক নেতা । তেজোদীপ্ত বক্তৃতা করতেন। 'কমিউনিষ্ট পার্টির কাঠামোয় গণতন্ত্রীকরণ দরকার-' একথাটা বারবার বলতেন । বন্দিমুক্তি কমিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা , সদস্য ছিলেন ইপিডি আর -এর । প্রিয় আড্ডার জায়গা কফি হাউস।' এই ছিল তাঁর জীবনের এক অধ্যায়।

অনেক বিশিষ্ট সাহিত্যিক তাঁর সম্পকে অনেক কথাই বলেছেন। কিছু উদাহরণ তুলে দেওয়া হল -

'শৈবাল মিত্র : ছাত্র নেতা থেকে সাহিত্যিক' - সমরেশ মজুমদার :

লেখক পরিচিতি : তন্ময় মন্ডল, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত।

© লেখক 2013, এম.পী.এ.এস.বী.ও.মুদ্রণ এবং আন্বীক্ষিকী সদস্য সহসংযোজন से प्रकाशित,सर्वाधिकार सुरक्षित मनीषा प्रकाशन। आज्ञा हेतु कृपया सम्पर्क करें : E-mail : maneeshashukla76@rediffmail.com & ijraeditor@yahoo.in, इस प्रपत्र को www.anvikshikijournal.com पर पढ़ें

"মনে আছে এক বিকেলে সে আমার অফিসে এল। দেখলাম বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে , কিন্তু কথায় সেই ব্যক্তিত্ব একটু ও মলিন হয়নি । বলল , 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

আমরা বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম । ও কয়েকটা সাদা কাগজ , যা আলপিনে গাঁথা , আমার দিকে এগিয়ে দিল , 'দ্যাখ তো, কিছু হয়েছে কিনা?'

' কি এটা ?'

'ছোট গল্প'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ওর হাসি দেখলাম । আমি জানি খুব খারাপ হাতের লেখা, তবু পড়ে গেলাম । শেষ পর্যন্ত পড়ার পর জিজ্ঞাসা করলাম , 'কবে লিখলি ?']

' কাল রাত্রে ।'

'দারুণ হয়েছে ।'

' ঠিক করে বল , আরও লিখব ?'

' নিশ্চয়ই । এই গল্পটা ফ্রেশ করে ধরে ধরে লিখে সাগরদাকে দিয়ে আয় ।'

'ছাপতে পরে ?'

' দেখা যাক ।'

গল্পটি দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল । সবাই বলল , একটু অন্য রকম গল্প । ধীরে ধীরে সে লেখক হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠল । ওর নিজস্ব পাঠক - গোষ্ঠী ও তৈরি হয়ে গেল । জানি না কেন , দেশ - আনন্দবাজারের বদলে অন্যান্য দৈনিকে ওর লেখা নিয়মিত বের হতে লাগল। উপন্যাস লিখে গেল একের পর এক।" (রোববার , সংবাদ প্রতিদিন , ২৭ নভেম্বর ,২০১১)

'প্রিয় লেখক , প্রিয় বন্ধু শৈবাল মিত্র '- পবিত্র মুখোপাধ্যায় :

"সে আশির দশকের শুরুর কথা । এমন ভাব জমে উঠল , যে আমাদের সব কাজ কর্ম প্রায় আড্ডায় জড়িয়ে পড়ল। শৈবাল 'তরণী পাহাড়ে বসন্ত' লিখছেন। 'অমৃত'-এ বেরোচ্ছে ধারাবাহিক। উৎসুক হয়ে পড়ছি। ওঁর লেখার সহজ স্বাচ্ছন্দ ভীষণভাবে আক্রমণ করত আমাকে, আমার বন্ধুদের।...ওঁর লেখার আমরা ছিলাম প্রচন্ড অনুরাগী।...আমরা সেই সব খুঁজছিলাম প্রকৃতভাবে মানুষের কথা কীভাবে বলা যায় , সেই আঙ্গিক । সেটাই তৃতীয় পথ, থার্ড লিটারেচার।

আমাদের ভাবনাচিন্তা একটা মূল অংশই শৈবালের দেওয়া । নানাভাবে বোঝাতেন আমাদের লিখনের খয়ের খাঁর ইন্তেকাল, অসমান্য গল্প। লিখলেন 'মা বলিয়া ডাক' , লিখলেন 'সংগ্রাম পুর যাত্রা ', লিখলেন 'ভোটার বৈরাগীচরণ'। এইসব গপ্প বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন । এর তুলনা নেই । ভালো মন্দের প্রশ্ন নয়। গল্প যে মাটির থেকে মাটি মেখে কীভাবে গড়ে ওঠে, তাই প্রদর্শিত হল। একটি শব্দ ও কৃত্তিম ছিল না। বিষয় তার প্রতিদিনের , বিশেষ করে ছেলে বেলার গ্রামগঞ্জ থেকে উঠে আসা, তার আকর্ষণই আলাদা। আমরা পরে 'মা বলিয়া ডাক'বের করলাম। প্রতিটি গল্প নতুন আবিষ্কার।শৈবালের সৃষ্টি শক্তিকে বারবার প্রনাম জানলাম ।

প্রকৃত সৌম্য , সব অর্থে পরিশীলিত মানুষ ছিলেন শৈবাল।ওঁর মধ্যে মজার ঘটনার প্রতি দারুণ আকর্ষণ দেখেছি। রসিকতাও ছিল সবসময়, সৌজন্যবোধ ছিল ষোল আনা। নানা সময়ে আড্ডায় এসে মজার মজার গল্প বলতেন। . . . . পারিপার্শ্ব থেকে গল্পের বিষয় সংগ্রহ করতেন সবসময়।

বোধ ও অনুভূতির সংমিশ্রনে কাহিনি গড়ে তুলতেন শৈবাল। নকশাল বাড়ি আন্দোলনের কিছু পরে আমার সঙ্গে আলাপ। সাধারণ মানুষের দু:খ কষ্টই ওঁর লেখার প্রেরণা। উপন্যাসে , ছোটগল্পে যে সব চরিত্র তুলে ধরেছেন তারা আমাদের জীবনেরই চারপাশের মানুষজন। নিজে যে উচ্চবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহন করেছেন, তাতে তাঁর পক্ষে ভোগবিলাসের

জীবনই ছিল উপযুক্ত । তা না করে প্রচন্ড ঝুঁকিবহুল জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিলেন শৈবাল। কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে জনপ্রিয় ছাত্রনেতা,ভয় বলে কিছু আছে, মনে করেতেন না।অথচ কোনও দিন কোনও অশালীন উক্তি শৈবালের মুখে শুনিনি। কারও প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ্যে দেখিনি। জীবিতকালে যে তিনি কোনও পুরস্কার পাননি, তা নিয়ে কোনদিন কথা বলতেন না . . . .

এই একটি আমাদের কালের অসামান্য লেখক যিনি অত্যন্ত উঁচু মাথা নিয়ে সর্বত্র গিয়েছেন, থেকেছেন । কেউ তার দ্বারা অপমানিত হয়েছেন শুনিনি। ওঁর স্ত্রী সুদেষ্ণা ও মেয়ে ঝুমুর , পিঙ্কি , বন্ধুরা সবাই স্মৃতির চিরসম্পদ। . . . . এই মানুষ সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন , মনে হয় ।"

(ছুটি , সংবাদ প্রতিদিন , ১১ ডিসেম্বর ২০১১)

'শৈবাল মিত্র : একটি মানবিক স্পন্দন' , প্রগতি মাইতি :

"শৈবাল মিত্রের মধ্যে মানবিকতা ছিল প্রশ্নাতীত। আমি দীর্ঘ সতেরো বছর উনার সাথে মিশে দেখেছি সবার উপরে উনি মানবিকতাকে স্থান দিতেন। কারুর দু:খের খবর শুনলে নিজে ব্যথিত হতেন। শৈবাল মিত্রের এই মানবিক স্পন্দন অন্তত আমাকে স্পর্শ করেছে বারবার। উনার মানবিক স্পন্দনে আমি কতটা স্পন্দিত হতে পেরেছি জানিনা , তবে আচার -আচরণে এবং লেখালেখিতে মানবিক হতে চেষ্টা করি, সাধ্যমত চেষ্টা করি। মানুষকে অসম্মানিত জীবনে কখনো করিনি, বরং ছোট থেকে বড় সকলকে যথাযথ সম্মানিত করতে চেষ্টা করি, যা শৈবাল মিত্রও করতেন।'

সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে এসে সত্তরের দশকের গোড়া থেকে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। পরবর্তী কালে শিক্ষকতার কাজে ও নিযুক্ত হন। তাঁর সাহিত্য চর্চার অদম্য ইচ্ছাকে ভগ্ন শরীর কখনোই বাধা দিতে পারেনি। 'সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ' আর এই সমাজের কথাকে দেশের কথাকে, দশের কথাকে তিনি সুক্ষ্ম চিন্তাধারা ও যুক্তিশীল মননের দ্বারা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যদির মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। মানুষ যখন অনাহারী, নিপীড়িত , নির্যাতিত তখন লেখকের কলম-ই শুধু তাদের হয়ে কথা বলেনি লেখক নিজেও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়েছেন । মানুষকে সদা সর্বদা সত্য সুন্দর পথের দিশা দিয়েছেন।

'কিছু কথা ' র প্রসঙ্গে শৈবাল মিত্রের একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিবন্ধটি হল ' কথা কেন কামড়ায় '। এখানে লেখক বলেছেন -' কেন কথা বলি , কীভাবে কথা বলি, এ প্রশ্নের জবাব যত সহজে দেওয়া যায় , কী লিখি , কেন লিখি, প্রশ্নের উত্তর তত অনায়াসে দেওয়া যায় না । রোজ আমরা যত কথা বলি, তা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক কথা। সব কথা কি বলে উঠতে পারি, সব কথা কি বলা যায় ? যে বলতে পারে, সে সুখী মানুষ, যে পারে , তাহলে সে ও সুখী মানুষ। সুখীতর মানুষ বললেও ভুল বলা হয় না। মুশকিল হয় তাদের , যারা রোজের কথাগুলো বলার পরে, যত অব্যক্ত কথা থেকে যায় সেগুলো বলতে আর ভুলতে পারে না। কথা গুলো তাকে কামড়ায় ,যন্ত্রণা দেয় , কখনো মুখে সেই কথাগুলো বলার চেষ্টা করলে টের পায়, যা বলতে চেয়েছে বলা হল না । কথাগুলো মুখোমুখি বসে বলার নয়। মুখে প্রকাশ করা যায় না। প্রতিটি মানুষ-ই তার বলার কথার দশ শতাংশ বলতে পারে, নব্বই ভাগ না বলা থেকে যায়। ঘুঘু ডাকা দুপুরে মানুষ চিৎ হয়ে শুয়ে, চেয়ারে একা বসে গাছতলায়, নদীর ধারে ।দুপুরের ফাঁকা বাস স্ট্যান্ডে নি:সঙ্গ দাঁড়িয়ে কথা গুলো ভাবতে পারে ।ভাবনার কথা গুলো প্রকাশের মতো ভাষার সঙ্গতি তাঁর নেই জেনেও নিজেও প্রতিটি ভাবনাকে তাঁর মৌলিক মনে হয়, ইচ্ছে করে পাঁচজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে । মুখের ভাষার সমান্তরালে সে আর এক ভাষা খুঁজে নেয়। সে ভাষা নৈ:শব্দের ভাষা। ভাষার সেই নীরবতার মধ্যে যেমন কখনো দুন্দুভি বেজে ওঠে, ছলাৎ ছল শব্দে ভেঙে পড়ে নদীর ঢেউ , নীল আকাশ থেকে নেমে আসে আলো ।ফুরফুরে বাতাস বয়ে যায় , তেমনি ক্রোধ , ক্লেশ , প্রেম , প্রতিহিংসা , লোভ, কপটতা কৌতূক শুভেচ্ছায় সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে পৃথিবীর

মানবিক মুখ । সমান্তরাল ভাষা তৈরীর ক্ষমতা সকলের হয়না। কয়েকজনের হয়। ভুতের রাজার বর পায় তারা। তাদের বলা হয় লেখক , কথা শিল্পী। . . . .

কথা এখনো আমাকে কামড়ায় অস্থির করে তুলে । তবু ও মানবিক পৃথিবীর ছবি নির্মাণের উপযুক্ত ভাষা আজ পর্যন্ত রপ্ত করতে পারিনি। আমার ক্ষমতাই ছাই পাঁশ লেখালিখিতে আমাকে মজিয়ে রেখেছে।

নৈ:শব্দের ভাষা এখনো আমার আয়ত্ত হয়নি। কি লিখি, কেন লিখি এ প্রশ্নের চালাকিমারা জবার দেওয়ার চেয়ে নিরুত্তর থাকাই ভালো ।"

শৈবাল মিত্র সারাজীবনব্যাপী বহু উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও ভ্রমণকাহিনী লিখেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল-'অজ্ঞাতবাস'(১৯৮০),'ক্ষুব্ধ স্বদেশ','স্বদেশের খোঁজে শেষবার'(১৯৮৪),'রসাতল'(১৯৮৪),'হারাবার নেই'(১৯৮৫),'মাঘ নিশীথের কোকিল'(১৯৮৫),'অগ্নির উপাখ্যান'(১৯৮৭),'অন্তকরণ'(১৯৮৮),'সিঁদুরেমেঘ'(১৯৮৮),'অগ্রবাহিনী'(১৯৯০),'মানবপুত্রী'(১৯৯১), 'যৌবরাজ্য'(১৯৯১), 'নন্দনবাসিনী'(২০০১), 'উড়ান'(২০০১), 'দেওয়াল লিখন'(২০০১), 'মহৎরাত্রির ভালোবাসা', 'পাপশাস্ত্র', 'জেগে আছে একজন', 'ভুলভুলাইয়া'(২০০৪), 'ঘুমভাঙানি'(২০০৭), 'জনৈক পাগলের হিজিবিজি'(২০০৯), 'আজ আছি', 'পাগলাঘন্টি', 'স্বধর্ম', 'ছত্তিশগড়ের রূপকথা', 'মুন্ডহীন ধড়', 'যে আগুন খেয়েছিল', 'আস্ত মানুষ', 'ঋষিশৃঙ্গের সেই রাত'(কিশোর উপন্যাস) এবং 'গোরা'(২০১২)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প গ্রন্থগুলি হল - 'আতর আলির রাজসজ্জা'(১৯৮২), 'মা বলিয়া ডাক'(১৯৮৭), 'নির্বাচিত গল্প'(১৯৯৭), 'অবশেষে প্রধানমন্ত্রী হলুম'(১৯৯৯), 'শ্রেষ্ঠগল্প'(২০০০), 'সাহিত্যের সেরা গল্প', 'ঈশ্বরো আল্লা', 'অজিতদার বাঘ শিকার' ইত্যাদি। 'বামপন্থার আত্মদর্শন ও অন্যান্য নিবন্ধ', 'ষাটের ছাত্র আন্দোলন', 'ভারতপথিক', 'স্বর্গ কি যাবে না কেনা' ইত্যাদি প্রবন্ধগ্রন্থ গুলি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। 'অবশিষ্ট বসন্তে' কাব্যগ্রন্থটি তাঁর বিশেষ প্রতিভার সাক্ষর রেখেছে।

শৈবাল মিত্রের এই গ্রন্থগুলি যে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে উজ্জ্বলতম করে তুলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর উপন্যাসে উঠে আসা জীবনচিত্র কল্পনার রঙে মিলে মিশে বেসুরো হয়ে উঠেনি। ঘটে চলা দৈনন্দিন জীবনের জনমানবের কথাই বারবার উঠে এসেছে। কল্পনা থাকলেও লেখক কখনোই কল্পনার পাখনায় ভর করে 'সাত সমুদ্র তের নদী' পার হয়নি। অর্থ পিপাসু, স্বার্থান্বেষী মানুষ চিরকাল সমাজের নিচের তলার মানুষকে শোষণ করে চলেছে, আর এই মানুষগুলো চিরকাল ভাগ্যের উপর ভর করে জীবন অতিবাহিত করে চলেছে কিন্তু হায়! নিষ্ঠুর ভাগ্য কোনদিনই তাদের হয়ে কথা বলেনি। এমনি চিরকালের চিরসত্য চেনা ছবিকে তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে সুনিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন।

শৈবাল মিত্রের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'অজ্ঞাতবাস'(১৯৮০) লেখক এই উপন্যাসটি রচনার পর বলেছেন-'অজ্ঞাতবাস'আমার প্রথম উপন্যাস, প্রথম সমুদ্র দেখার রোমাঞ্চ বিহ্বলতা জড়ানো স্মৃতির মতো এই রচনাটি আমার প্রিয়।' বাংলা কথাসাহিত্যে উপন্যাস রচনায় তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। প্রথম দিকের লেখা উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক চিন্তাধারার ফসল। সময়ের সাথে সাথে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা তাঁর লেখার মধ্যেই প্রমাণ মেলে। প্রথম উপন্যাস 'অজ্ঞাতবাস' আর শেষ উপন্যাস 'গোরা' পাঠ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখকের চিন্তাধারার গতিশীলতা। 'অজ্ঞাতবাস'-এ তপুর জেলে যাওয়া আর 'গোরা'-য় শ্রীচৈতন্যকথা নতুন এক ভাবের সন্ধান দিয়ে যায়। সময়ের পদচিহ্নের ছাপ স্বভাবতই ওঠে আসে। 'গোরা' উপন্যাসটি লেখকের শেষ জীবনে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। কঠিন অধ্যাবসায় আর কঠোর পরিশ্রমের ফসল 'গোরা'। নবরূপে নবভাবে শ্রীচৈতন্য কাহিনীকে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। লেখক সাহিত্যচর্চা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন 'অজ্ঞাতবাস' দিয়ে, এ তাঁর প্রথম পথ চলতে শেখা আর 'গোরা' লেখককে সাহিত্যের সর্বোচ্চস্তরে

পৌঁছে দিয়েছে। শৈবাল মিত্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের উপসংহার টেনে দিয়ে দিয়েছেন এই 'গোরা' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে।

শৈবাল মিত্রের উপন্যাসে সময়ের উত্তাপ বিশেষভাবে লক্ষ্মণীয়। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মনের পরিবর্তন, মানুষের চলার পথের পরিবর্তন, সমগ্র জীবনচিত্রের পরিবর্তনকে সামনে রেখে তিনি এগিয়ে গেছেন নিজস্ব পথে। চলতি পথে তিনি কখনোই গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দেননি, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলেছেন। আর এই পথ চলতে চলতে খুঁজে পাওয়া জনমানবের চিত্রকেই সত্যসুন্দর ভাবে সুনিপুণ শিল্পমহিমায় কথাসাহিত্যের অঙ্গনে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ ডিসেম্বর, ২০১১।
ইস্ক্রা পত্রিকা, জুলাই, ২০১২, কলকাতা।
অজ্ঞাতবাস, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২, দে'জ পাবলিশিং।